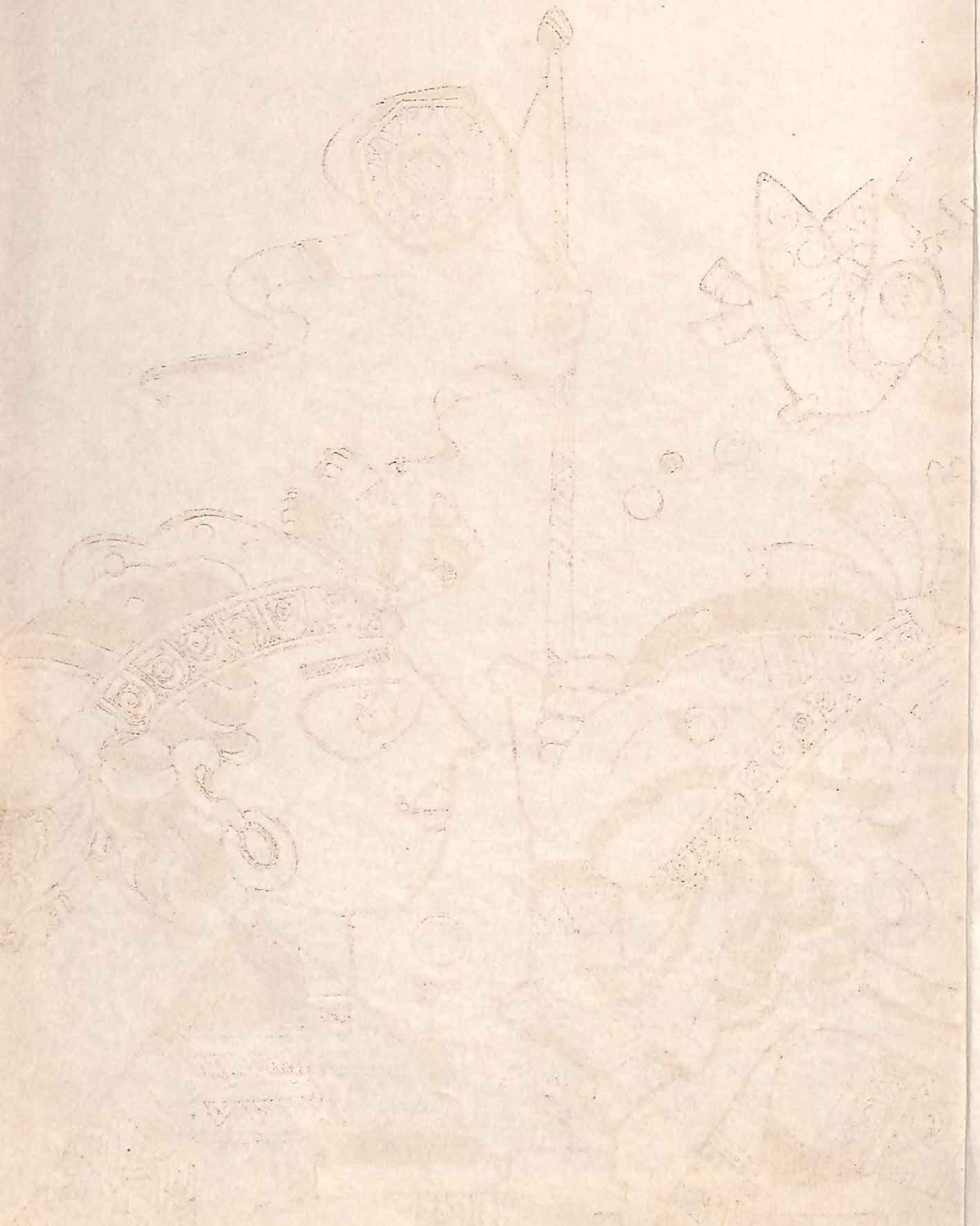
সাক্ষী শেয়াল

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী







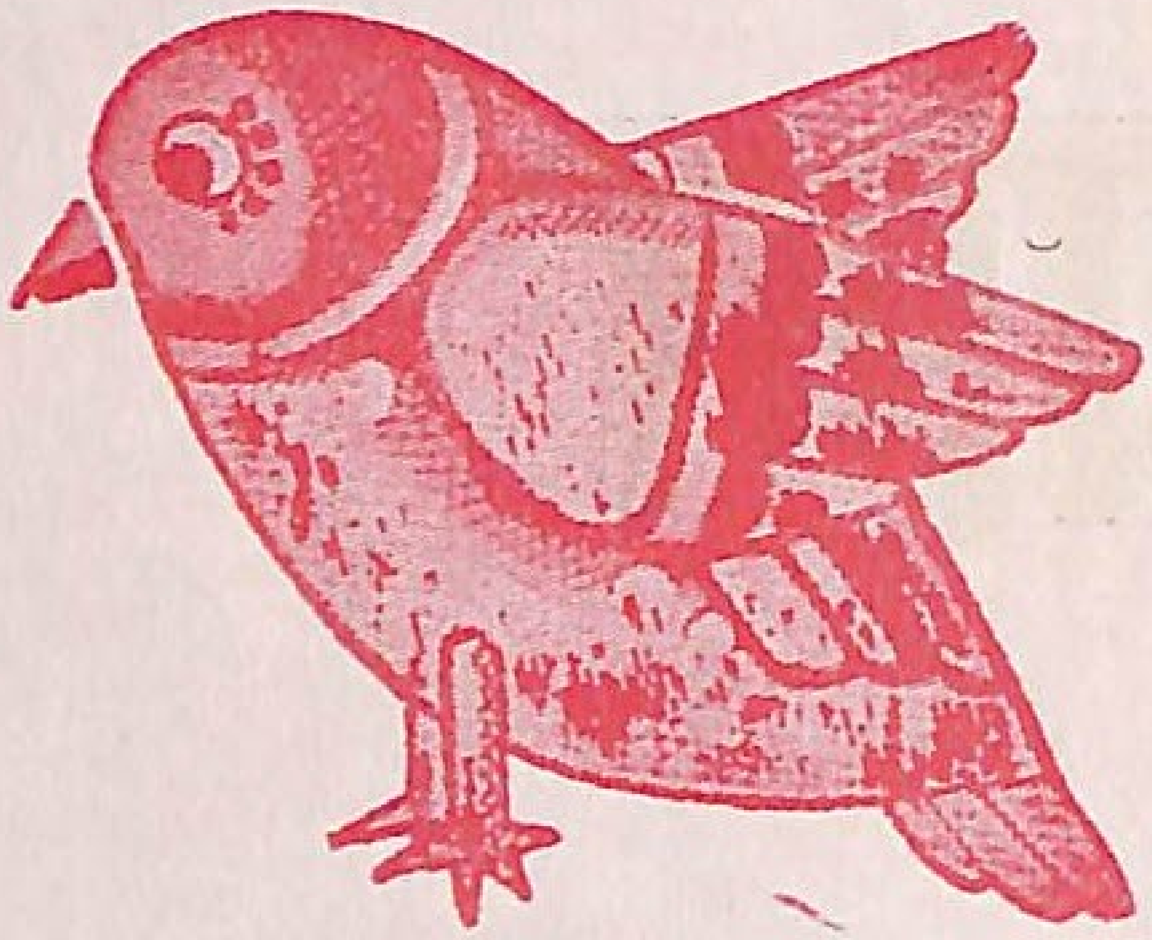


সাক্ষী শেয়াল

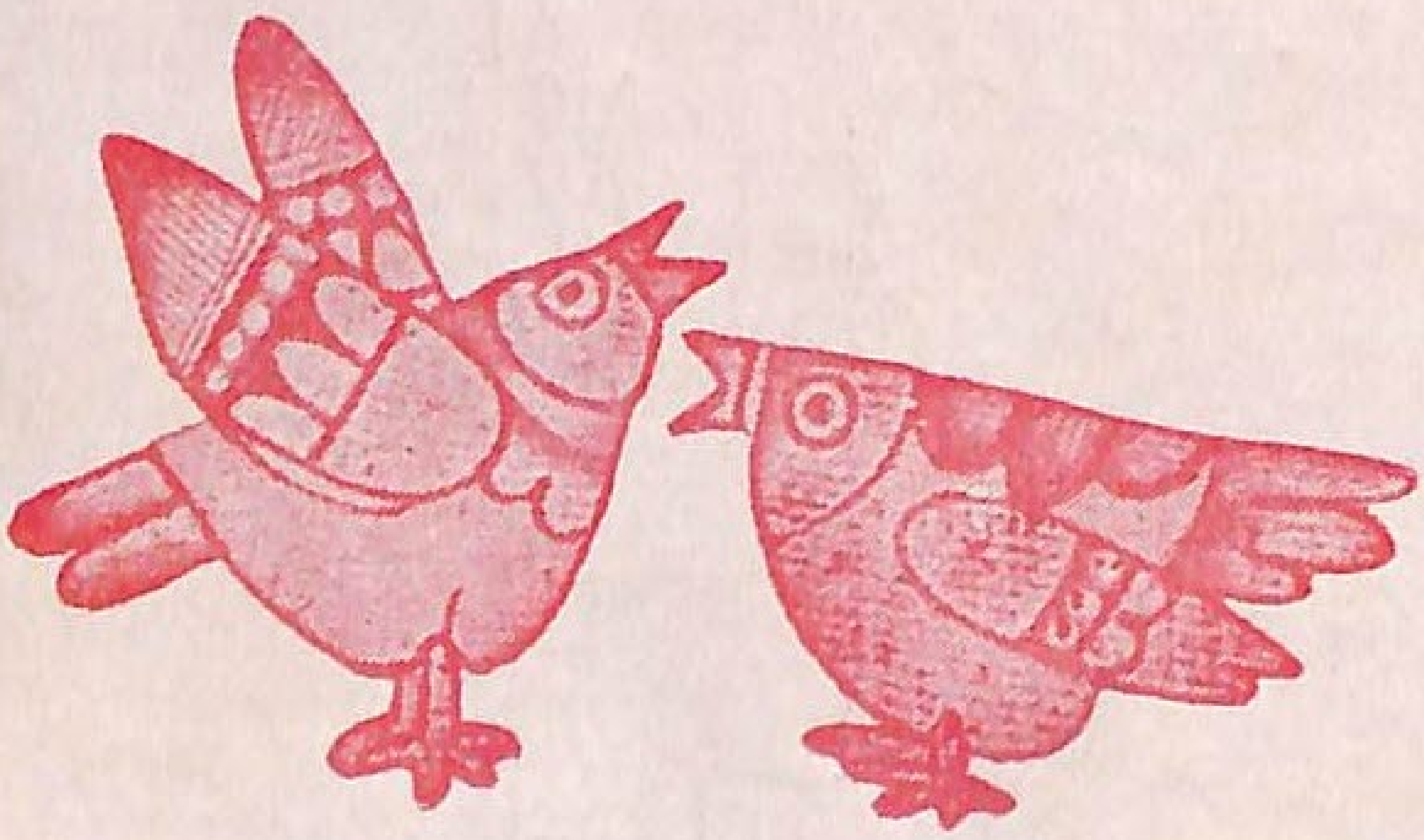
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ □
২৫ বৈশাখ, ১৩৮৯
পুনর্মুদ্রণ □
৩০ আষাঢ় ১৩৯৫,



প্রকাশক □
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
মুদ্রক □
শ্রীপরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬



প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি □
শ্রীধীরেন শাসমল
দাম ঃ কাগজে বাঁধাই ঃ সাত টাকা
বোর্ড বাঁধাই ঃ আট টাকা

... ...

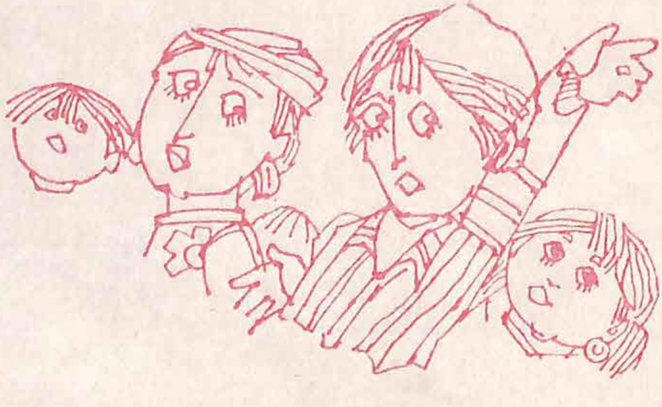
... ...

... ...





গল্প কত মজার



পান্তাবুড়ির কথা



এক যে ছিল পান্তা-বুড়ি। সে পান্তা-ভাত খেতে বড্ড ভালবাসত।

এক চোর এসে রোজ পান্তা-বুড়ির পান্তা-ভাত খেয়ে যায়, তাই বুড়ি লাঠি ভর দিয়ে রাজার কাছে নালিশ করতে চলল।

পান্তা-বুড়ি পুকুরধার দিয়ে যাচ্ছিল। একটা শিঙ্গিমাছ তাকে দেখতে পেয়ে বললে, 'পান্তা-বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তা-বুড়ি বললে, 'চোরে আমার পান্তা-ভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।'

শিঙ্গিমাছ বললে, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে।'

পান্তা-বুড়ি বললে, 'আচ্ছা।'

তারপর পান্তা-বুড়ি বেলতলা দিয়ে যাচ্ছে। একটা বেল মাটিতে পড়ে ছিল, সে বললে, 'পান্তা-বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তা-বুড়ি বললে, 'চোর আমার পান্তা,-ভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।'

বেল বললে, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে।'

পান্তা-বুড়ি বললে, 'আচ্ছা।'

তারপরে পান্তা-বুড়ি পথের ধারে খানিকটা গোবর দেখতে পেল। গোবর বললে, 'পান্তা-বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তা-বুড়ি বললে, 'চোর আমার পান্তা-ভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।'

গোবর বললে, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে!'

পান্তা-বুড়ি বললে, 'আচ্ছা।'

তারপর খানিক দূর গিয়ে পান্তা-বুড়ি দেখলে, পথের ধারে একখানা ক্ষুর পড়ে রয়েছে।

ক্ষুর বললে, 'পান্তা-বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তা-বুড়ি বললে, 'চোরে আমার পান্তা-ভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি!'

ক্ষুর বললে, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে।'

পান্তা-বুড়ি বললে, 'আচ্ছা।'



তারপর পান্তা-বুড়ি রাজার বাড়ি গিয়ে দেখলে, রাজামশাই বাড়ি নেই। কাজেই সে আর নালিশ করতে পেলে না।

বাড়ি ফিরবার সময় তার ক্ষুর আর গোবর আর বেল আর শিঙ্গিমাছের কথা মনে হল। সে তাদের সকলকে তার থলেয় করে নিয়ে এল।

পান্তা-বুড়ি যখন বাড়ির আঙিনায় এসেছে, তখন ক্ষুর তাকে বললে, 'আমাকে ঘাসের উপর রেখে দাও।' তাই বুড়ি ক্ষুরখানাকে ঘাসের উপর রেখে দিলে।



তারপর যখন সে ঘরে উঠতে যাচ্ছে তখন গোবর বললে, 'আমাকে পিঁড়ির উপর রেখে দাও।' তাই বুড়ি গোবরটাকে পিঁড়ির উপর রেখে দিলে।

বুড়ি যখন ঘরে ঢুকল তখন বেল বললে, 'আমাকে উনুনের ভিতরে রাখ।' শুনে বুড়ি তাই করলে।

শেষে শিঙ্গিমাছ বললে, 'আমাকে তোমার পান্তা-ভাতের ভিতরে রাখ।' বুড়ি তাই করলে।

তারপর রাত হলে বুড়ি রান্না-খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে রইল।

ঢের রাত্রে চোর এসেছে। সে তো আর জানে না সেদিন বুড়ি কি ফন্দি করেছে। সে এসেই পান্তা-ভাতের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দিলে। সেখানে ছিল শিঙ্গিমাছ। সে চোরের বাছাকে এমনি কাঁটা ফুটিয়ে দিলে যে তার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

শিঙ্গিমাছের খোঁচা খেয়ে চোর কাঁদতে-কাঁদতে উনুনের কাছে গেল। তার ভিতরে ছিল বেল! চোর যেই আঙুলে তাত দেবার জন্যে উনুনে হাত ঢুকিয়েছে, অমনি পটাস করে বেল ফেটে, তার চোখে মুখে ভয়ানক লাগল।

তখন সে ব্যথা আর ভয়ে পাগলের মতো হয়ে, যেই ঘর থেকে ছুটে বেরুবে, অমনি সেই গোবরে তার পা পড়েছে। তাতে সে পা হড়কে ধপাস করে সেই গোবরের উপরেই বসে পড়ল।

তারপর, গোবর লেগে ভূত হয়ে, বেটা গিয়েছে ঘাসে পা মুছতে। সেইখানে ছিল ক্ষুর, তাতে ভয়ানক কেটে গেল। তাতে আর 'ও মা গো! গেলুম গো!' বলে না চেঁচিয়ে যায় কোথায়!

তা শুনে পাড়ার লোক ছুটে এসে বললে, 'এই বেটা চোর! ধর বেটাকে! মার বাছা বেটাকে! কান ছিঁড়ে ফেল!'

তখন যে চোরের সাজাটা!



বাঘের উপর টাগ



এক জোলা ছিল। তার একটি বড় আদুরে ছেলে ছিল। সে যখন যা চাইত, সেটি না নিয়ে কিছুতেই ছাড়ত না।

একদিন এক বড়মানুষের ছেলে জোলার বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে জোলার ছেলে তার বাপকে ডেকে বললে, 'বাবা, আমার কেন ঘোড়া নেই? আমাকে ঘোড়া এনে দাও।'

জোলা বললে, 'আমি গরীব মানুষ, ঘোড়া কি করে আনব? ঘোড়া কিনতে ঢের টাকা লাগে।'

ছেলে বললে, তা হবে না। আমাকে ঘোড়া এনে দিতেই হবে।'

বলে, সেই ছেলে আগে নেচে-নেচে কাঁদল, তারপর গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, তারপর বাপের হুঁকো কলকে ভেঙে ফেলল। তাতেও ঘোড়া কিনে দিচ্ছে না দেখে, শেষে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল।

তখন জোলা ভারি মুশকিলে পড়ল। ছেলে কিছুতেই খাচ্ছে না দেখে, ভাবলে, 'এখন তো আর ঘোড়া কিনে না দিলেই হচ্ছে না। দেখি ঘরে কিছু টাকা আছে কি না।'

অনেক খুঁজে সে কয়েকটি টাকা বার করল। তারপর সেই টাকা কাপড়ে বেঁধে সে ঘোড়া কিনতে হাটে চলল।

হাটে গিয়ে জোলা ঘোড়াওয়ালাকে জিগ্‌গেস করলে, 'হ্যাঁ গা, তোমার ঘোড়ার দাম ক'টাকা?'

ঘোড়াওয়ালা বললে, 'পঞ্চাশ টাকা।'

জোলা কাপড় বেঁধে মোটে পাঁচটি টাকা এনেছে, পঞ্চাশ টাকা সে কোথা থেকে দেবে? কাজেই সে ঘোড়া কিনতে না পেরে মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে চলল।

এমন সময় হয়েছে কি—দু'জন লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছে। তাদের একজন বললে, 'তোমার কিন্তু বড় মুশকিল হবে।'

তা শুনে আর-একজন বললে, 'ঘোড়ার ডিম হবে।'

ঘোড়ার কিনা ডিম হয় না, তাই 'ঘোড়ার ডিম হবে' বললে বুঝতে হয় যে, 'কিচ্ছু হবে না,' কিন্তু জোলা সেকথা জানত না। সে ঘোড়ার ডিমের নাম শুনেই ব্যস্ত হয়ে বললে 'ভাই, ঘোড়ার ডিম কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?'

সেখানে একটা ভারি দুষ্টু লোক ছিল। সে জোলাকে বললে, আমার সঙ্গে এস, আমার ঘরে ঘোড়ার ডিম আছে।'

সেই দুষ্টু লোকটার ঘরে ছিল একটা ফুটি। সে জোলাকে তার সঙ্গে বাড়ি নিয়ে গিয়ে, সেই ফুটিটা তার হাতে দিয়ে বললে, 'এই নাও ঘোড়ার ডিম। দেখ, কেমন ফেটে রয়েছে। এখুনি এর ভিতর থেকে ছানা বেরুবে। দেখো, ছুটে পালায় না যেন।'

তখন জোলার আনন্দ দেখে কে!

সে জিগ্‌গেস করলে, 'এর দাম কত?'

দুষ্টু লোকটা বললে, 'পাঁচ টাকা।' জোলা তখুনি সেই পাঁচটা টাকা খুলে দিয়ে ফুটি নিয়ে ঘরে চলল। ফুটি ফেটে রয়েছে, ভিতরে লাল দেখা যাচ্ছে। জোলা ভাবলে, 'ঐ রে, ছানা যদি বেরিয়ে পালাতে চায়, তখনি খপ করে ধরে ফেলবে। তারপর গলায় চাদর বেঁধে তাকে বাড়ি নিয়ে যাব। যদি লাফায় তবু ছাড়ব না।'

এমনি নানা কথা ভাবতে-ভাবতে জোলা এক নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল, আর ঠিক তখুনি তার ভয়ানক জলতেষ্টা পেল। জোলা ডাঙার উপর ফুটিটা রেখে জল খেতে গিয়েছে, এর মধ্যে যে কোথা থেকে এক শিয়াল সেখানে এসেছে, তা সে দেখতে পায়নি।

তার জল খাওয়া হতে-হতে, শিয়ালও ফুটি প্রায় শেষ করে এনেছে। এমন সময় জোলা তাকে দেখতে পেয়ে, 'হায় সর্বনাশ! আমার ঘোড়ার ছানা পালাল!' বলে তাড়া করলে!

শিয়ালকে ছুটে ধরা কি জোলার কাজ! শিয়াল তাকে মাঠের উপর দিয়ে বনের ভিতর দিয়ে কোথায় নিয়ে গেল তার ঠিকানা নেই। শেষে জোলা আর চলতে পারে না। তখন ঘরে ফিরতে গিয়ে দেখে পথ হারিয়ে গেছে।

তখন রাত হয়েছে, কাজেই আর ঘরে ফিরবার জো ছিল না। জোলা অনেক খুঁজে এক বুড়ির বাড়িতে গিয়ে একটু শোবার জায়গা চেয়ে নিলে। বুড়ির দুটি-বই ঘর ছিল না! তার একটিতে বুড়ি আর তার নাতনী থাকত। আর-একটিতে জিনিসপত্র ছিল, সেইটিতে সে জোলাকে জায়গা দিলে!



একটা বাঘ রোজ রাত্রে বুড়ির ঘরের পেছনে এসে বসে থাকত। বুড়ি তা টের পেয়ে রাত্রে কখনো ঘরের বাইরেই আসত না, তার নাতনীকেও আসতে দিত না। কিন্তু নাতনীটি জোলার কাছে তার ঘোড়ার ডিমের কথা একটু শুনতে পেয়েছিল, তার কথা ভালো করে শুনবার জন্যে সে আবার তার কাছে যেতে চাইল। তখন বুড়ি তাকে বললে, 'না-না, যাস্‌নে। বাঘে-টাগে ধরে নেবে।

'বাঘে-টাগে' এমনি করে লোকে বলে থাকে। 'টাগ' বলে কোনো জন্তু নাই। কিন্তু বাঘ তো আর সে-কথা জানে না, সে ঘরের পিছনে বসে

টাগের কথা শুনে ভারি ভাবনায় পড়ে গেছে। সে ঠিক বুঝে নিয়েছে যে, টাগ তার নিজের চেয়েও ঢের ভয়ানক একটা জানোয়ার বা রাক্ষস বা ভূত হবে। আর তখন থেকে বেজায় ভয় হয়েছে আর সে ভাবছে, টাগ যদি আসে কোন্ খান দিয়ে সে পালাবে।

এমন সময় সেই জোলা ভোর হয়েছে কি না দেখবার জন্যে বাইরে এসেছে। এসেই সে বাঘকে দেখতে পেয়ে মনে করল, 'ঐ রে! আমার ঘোড়ার ছানা বসে আছে!'



অমনি সে ছুটে গিয়ে, বাঘের নাকে মুখে গলায় কাপড় জড়িয়ে তড়াক করে তার পিঠে উঠে বসল।

বাঘ যে তখন কী ভয়ানক চমকে গেল কি বলব! সে ভাবলে, 'হায়-হায়! সর্বনাশ হয়েছে! নিশ্চয় আমাকে টাগে ধরেছে!' এই মনে করে, বাঘ প্রাণের ভয়ে ছুটতে লাগল। কিন্তু চোখে কাপড় বাঁধা ছিল বলে ভালো করে ছুটতে পারল না।

জোলা তো গোড়া থেকেই তার পিঠে চড়ে বসে আছে, আর ভাবছে এটা তার ঘোড়ার ছানা। সে ঠিক করে রেখেছে যে, একটু ফরসা হলেই পথ চিনতে পারবে, তখন ঘোড়ার ছানাটাকে নিয়ে বাড়ি যাবে, ফরসা যখন হল, তখন জোলা দেখলে যে, সে ঘোড়া মনে করে বাঘের উপর চড়ে বসেছে। তখন আর সে কি করে? সে ভাবলে, এবারে আর রক্ষা নেই।

বাঘ ছুটেছে আর বলছে, 'দোহাই টাগদাদা! আমার ঘাড় থেকে নামো, আমি তোমায় পুজো করব।' আর জোলা জানে না যে, বাঘ তাকেই টাগ বলছে। জোলা খালি ভাবছে, সে কি করে পালাবে।

এমন সময় বাঘ একটা বটগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। সেই গাছের ডালগুলি খুব নিচু হাত বাড়ালেই ধরা যায়। জোলা খপ্ করে তার একটা ডাল ধরে ঝুলে গাছে উঠে পড়ল।

তখন জোলা বললে, 'বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

বাঘও বললে, 'বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'



কিন্তু খালি গাছে উঠলে কি হবে? তা থেকে নামতে পারলে তো হয়। সে হতভাগা বাঘটা সেখান থেকে ছুটে না পালিয়ে গাছতলায় বসে হাঁপাতে লাগল, আর চেঁচিয়ে অন্য বাঘদের ডাকতে লাগল। তার ডাক শুনে চার পাঁচটা বাঘ সেখানে এসে বললে, 'কি হয়েছে তোমার? তোমার চোখ বাঁধলে কে?'

বাঘ হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'আরে ভাই, আর একটু হলেই গিয়েছিলুম আর কি!

আমাকে টাগে ধরেছিল। অনেক হাত জোড় করে পুজো করে পুজো দেব বলতে তবে ছেড়ে দিয়েছে। সেই বেটা আমার চোখ বেঁধে রেখেছে, পুজো না দিলে আবার এসে ধরবে!'

এই কথা শুনে, সব বাঘ মিলে, সেই গাছতলায় টাগের পুজা আরম্ভ করল। বড়-বড় মোষ আর হরিণ নিয়ে দলে-দলে বাঘ আসতে লাগল। জোলা আর অত বাঘ কখনো দেখেনি। সে তো গাছে বসে কেঁপেই অস্থির।

জোলা কাঁপছে আর গাছের পাতা নড়ছে। বাঘেরা তাতে ব্যস্ত হয়ে চেয়ে দেখল। পাতার আড়ালে ছিল বলে জোলাকে তারা চিনতে পারল না।

একজন বললে, 'ভাই, গাছের উপর ওটা কী?'

আর-একজন বললে, 'দেখ ভাই, ওটার কি মস্ত লেজ!'

লেজ নয়, জোলার কাপড় ঝুলছিল। পাতার জন্যে ভালো করে দেখতে না পেয়ে, তাকেই লেজ মনে করেছে। সেই লেজ দেখে একটা বুড়ো বাঘ বললে, 'ওটা একটা খুব ভয়ানক জানোয়ার হবে, হয়তো বা টাগই হবে।' এই কথা শুনেই তো সব বাঘ মিলে 'ধরলে ধরলে! পালা, পালা!' বলে সেখান থেকে ছুটে পালাল! তখন জোলাও গাছ থেকে নেমে বাড়ি চলে গেল।

জোলাকে দেখে তার ছেলে বললে, 'কই বাবা, ঘোড়া কই?'

জোলা তার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বললে, 'এই নে তোর ঘোড়া।'

তারপর থেকে সে-ছেলে আর ঘোড়ার কথা বলত না।



চড়াই আর বাঘের কথা



গৃহস্থের ঘরের কোণে একটা হাঁড়ি ঝোলানো ছিল, তার ভিতরে চড়াই-চড়নী থাকত।

একদিন চড়াই বললে, 'চড়নী, আমি পিঠে খাব।'

চড়নী বললে, 'পিঠের জিনিসপত্র এনে দাও, পিঠে গড়ে দেব এখন।'

চড়াই বললে, 'কি জিনিস লাগবে?'

চড়নী বললে, 'ময়দা লাগবে, কলা লাগবে, দুধ লাগবে, কাঠ লাগবে।'

চড়াই বললে, 'আচ্ছা আমি সব এনে দিচ্ছি।' বলে সে বনের ভিতরে গিয়ে, গাছের সরু-সরু শুকনো ডাল মট-মট করে ভাঙতে লাগল।

সেই বনের ভিতর এক মস্ত বাঘ ছিল, সে চড়াইকে বলত 'বন্ধু'। ডাল ভাঙার শব্দ শুনে সে বললে, মট-মট করে ডাল ভাঙছে ও কি আমার বন্ধু?'

চড়াই বললে, 'হ্যাঁ, বন্ধু।'

বাঘ বললে, 'ডাল দিয়ে কি হবে?'

চড়াই বললে, 'কাঠ চাই, চড়নী পিঠে গড়বেন।'

শুনে বাঘ বললে, 'বন্ধু আমি কখ্খনো পিঠে খাইনি, আমাকে দিতে হবে।'

চড়াই বললে, 'তবে যোগাড় এনে দাও।'

বাঘ বললে, 'কি কি যোগাড় চাই ?'

চড়াই বললে, 'ময়দা চাই, গুড় চাই, কলা চাই, দুধ চাই, ঘি চাই, হাঁড়ি চাই, কাঠ চাই।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি সব এনে দিচ্ছি।' চড়াই তখন ঘরে চলে এল, আর বাঘ দুলতে দুলতে বাজারে চলল! বাজারে গিয়ে বাঘ খালি একটিবার বললে, 'হালুম'!' অমনি দোকানীরা 'বাবা গো! বাঘ এসেছে গো! পালা, পালা!' বলে দোকান-টোকান সব ফেলে ছুটে পালাল। তখন বাঘ সব দোকান খুঁজে ময়দা, গুড়, কলা, দুধ, ঘি, হাঁড়ি আর কাঠ দিয়ে চড়াইয়ের বাড়িতে দিয়ে এল।

তারপর চড়নী চমৎকার পিঠে গড়ল, আর দুজনে মিলে পেটভরে খেল। শেষে বাঘের জন্য একখানা পাতায় করে কতকগুলি পিঠে মাটিতে রেখে দিয়ে দু'জনে চুপ করে হাঁড়ির ভিতর বসে রইল।

বাঘ এসে পিঠে দেখতে পেয়েই খেতে বসে গেল।



একখানা পিঠে মুখে নিয়ে সে বললে, 'বাঃ! কী চমৎকার!'

আর-একখানা মুখে দিয়ে বললে, না এটা তত ভাল নয়, খালি ময়দা দিয়ে গড়েছে।' আর-একখানা মুখে দিয়ে বললে, 'ছি! এটাতে খালি ভূষি আর ছাই। চড়াই-



বন্ধু, এ কি খাওয়ালে !' আর-একখানা মুখ দিয়ে বললে, 'উঃ হুঁ ! এটাতে কিসের গন্ধ ! গোবর দিয়েছে নাকি ? চড়াই বেটা তো বড় পাজী !'

এমন সময় হয়েছে কি ! চড়াই হাঁড়ির ভেতর থেকে নাক-মুখ সিঁটকিয়ে বললে, 'চড়নী আমি হাঁচব।'

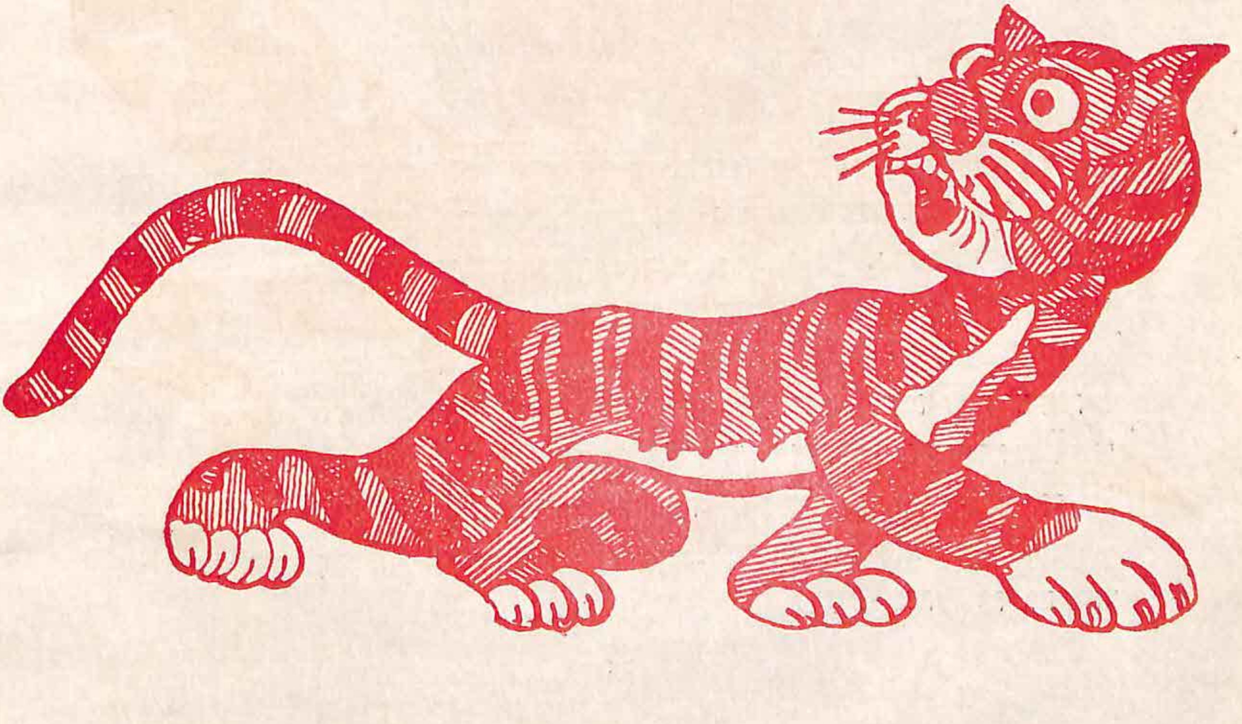
শুনে চড়নী ভারি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'চুপ, চুপ ! এখন হাঁচতে হবে না, তাহলে বড় মুশকিল হবে।'

তাতে চড়াই চুপ করল। কিন্তু খানিক বাদেই আবার ভয়ানক নাম-মুখ সিঁটকিয়ে হাঁচতে গেল। চড়নী তাকে কত চেষ্টা করল, কিছুতেই থামিয়ে রাখতে পারল না।

বাঘ একটা বিশ্রী পিঠে খেয়ে বললে, থু ! থু ! এটা খালি গোবর দিয়েই গড়েছে, আর কিছু দেয়নি। যদি চড়াইয়ের নাগাল পাই, তাকে কামড়িয়ে চিবিয়ে খাব।'

তারপর আর-একটা পিঠে মুখে দিয়ে সে সবে ওয়াক্-ওয়াক্ করতে লেগেছে, অমনি হ্যাঁ-চ্ছোঃ করে চড়াই ভয়ানক শব্দে হেঁচে ফেললে। সেই শব্দে বাঘ যেই চমকে লাফিয়ে উঠতে যাবে, অমনি হাঁড়িসুদ্ধ দড়ি ছিঁড়ে চড়াই আর চড়নী তার ঘাড়ে পড়ল !

বাঘ কিছুই বুঝতে পারলে না, কি বাজ পড়ল, না, আকাশ ভেঙে পড়ল ! সে খুব ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে সেখান থেকে ছুট দিল, আর তার ঘরে না গিয়ে থামল না।



দুই বাঘ



রাজার বাড়ির সিংহ-দরজার পাশে, লোহার খাঁচায় একটা মস্ত বাঘ ছিল। রাজার বাড়ির সামনে দিয়ে যত লোক যাওয়া-আসা করত, বাঘ হাত জোড় করে তাদের সকলকেই বলত, 'একটিবার খাঁচার দরজা খুলে দাও-না দাদা!' শুনে তারা বলত, 'তা বইকি! দরজাটা খুলে দিই, আর তুমি আমাদের ঘাড় ভাঙো।'

এর মধ্যে রাজার বাড়িতে খুব নিমন্ত্রণের ধুম লেগেছে! বড়-বড় পণ্ডিত-মশাইয়েরা দলে-দলে নিমন্ত্রণ খেতে আসছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ঠাকুর দেখতে ভারি ভালোমানুষের মতো ছিলেন! বাঘ এই ঠাকুরমশাইকে বার বার প্রণাম করতে লাগল।

তা দেখে ঠাকুরমশাই বললেন, 'আহা, বাঘটি তো বড় লক্ষ্মী! তুমি কি চাও বাপু?'

বাঘ হাত জোড় করে বললে, 'আজ্ঞে, একটিবার যদি এই খাঁচার দরজাটা খুলে দেন! আপনার দুটি পায়ে পড়ি!'

ঠাকুরমশাই কিনা বড্ড ভালোমানুষ ছিলেন, তাই তিনি বাঘের কথায় তাড়াতাড়ি খাঁচার দরজা খুলে দিলেন।

তখন হতভাগা বাঘ হাসতে-হাসতে বাইরে এসেই বললে, 'ঠাকুর তোমাকে তো খাব।'

আর কেউ হলে হয়তো ছুটে পালাত। কিন্তু এই ঠাকুরটি ছুটতে জানতেন না। তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এমন কথা তো কখনো শুনিনি। আমি তোমার এত উপকার, করলাম, আর তুমি বলছ কিনা আমাকে খাবে! এমন কাজ কি কেউ কখনো করে?'

বাঘ বললে, 'করে বৈকি ঠাকুর, সকলেই তো করে থাকে।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'তা কখনোই নয়। চল দেখি তিনজন সাক্ষীকে জিগ্‌গেস করি তারা কি বলে।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা চলুন। আপনি যা বলছেন, সাক্ষীরা যদি তাই বলে, আমি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। আর যদি তারা আমার কথা ঠিক বলে, তবে আপনাকে ধরে ঠিক খাব।'

সাক্ষী খুঁজতে দু'জনে মাঠে গেলেন। দুই ক্ষেতের মাঝখানে খানিকটা মাটি উঁচু রেখে চাষীরা একটি ছোট পথের মতন করে দেয়, তাকে বলে আল। ঠাকুরমশাই আল দেখিয়ে বললেন, 'এই আমার একজন সাক্ষী।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা, ওকে জিগ্‌গেস করুন, ও কি বলে।'

ঠাকুরমশাই তখন জিগ্‌গেস করলেন, 'ওহে বাপু আল, তুমি বল দেখি, আমি যদি কারো ভালো করি, সে কি উল্টে আমার মন্দ করে?'

আল বললে, 'করে বৈকি ঠাকুর। এই আমাকে দিয়েই দেখুন না। দুই চাষীর ক্ষেতের মাঝখানে আমি থাকি, তাতে তাদের কত উপকার হয়। একজনের জমি আর-একজন নিয়ে যেতে পারে না, একজনের ক্ষেতের জল আর-একজনের ক্ষেতে চলে যায় না। আমি তাদের এত উপকার করি, তবু হতভাগারা লাঙ্গল দিয়ে আমাকে কেটে তাদের ক্ষেত বাড়িয়ে নেয়!'

বাঘ বললে, 'শুনলেন তো ঠাকুরমশাই, ভালো করলে তার মন্দ কেউ করে কি না!'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'রোস, আমার আরো দু'জন সাক্ষী আছে।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা চলুন।'

মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছ ছিল। ঠাকুরমশাই তাকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ আমার আর-একজন সাক্ষী।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা, ওকে জিগ্‌গেস করুন। দেখি ও কি বলে।'



ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাপু বটগাছ, তোমার তো অনেক বয়েস হয়েছে, অনেক দেখেছ শুনেছ। বল দেখি, উপকার যে করে তার অপকার কি কেউ করে ?'

বটগাছ বললে, 'তাই লোকে আগে করে। ঐ লোকগুলো আমার ছায়ায় বসে ঠাণ্ডা হয়েছে, আর আমাকেই খুঁচিয়ে আমার আঠা বার করেছে। আবার সেই আঠা রাখবার জন্যে আমারই পাতা ছিঁড়েছে। তারপর ঐ দেখুন, আমার ডালটা ভেঙে নিয়ে চলেছে।'

বাঘ বললে, 'কি ঠাকুরমশাই, ও কি বলছে !'

তখন ঠাকুরমশাই তো মুশকিলে পড়লেন। আর কি বলবেন, ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। এমন সময় সেখান দিয়ে একটা শিয়াল যাচ্ছিল। ঠাকুরমশাই সেই শিয়ালকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ আমার আর-একজন সাক্ষী। দেখি ও কি বলে।'

তারপর তিনি শিয়ালকে ডেকে বললেন, 'শিয়ালপণ্ডিত, একটু দাঁড়াও! তুমি আমার সাক্ষী।

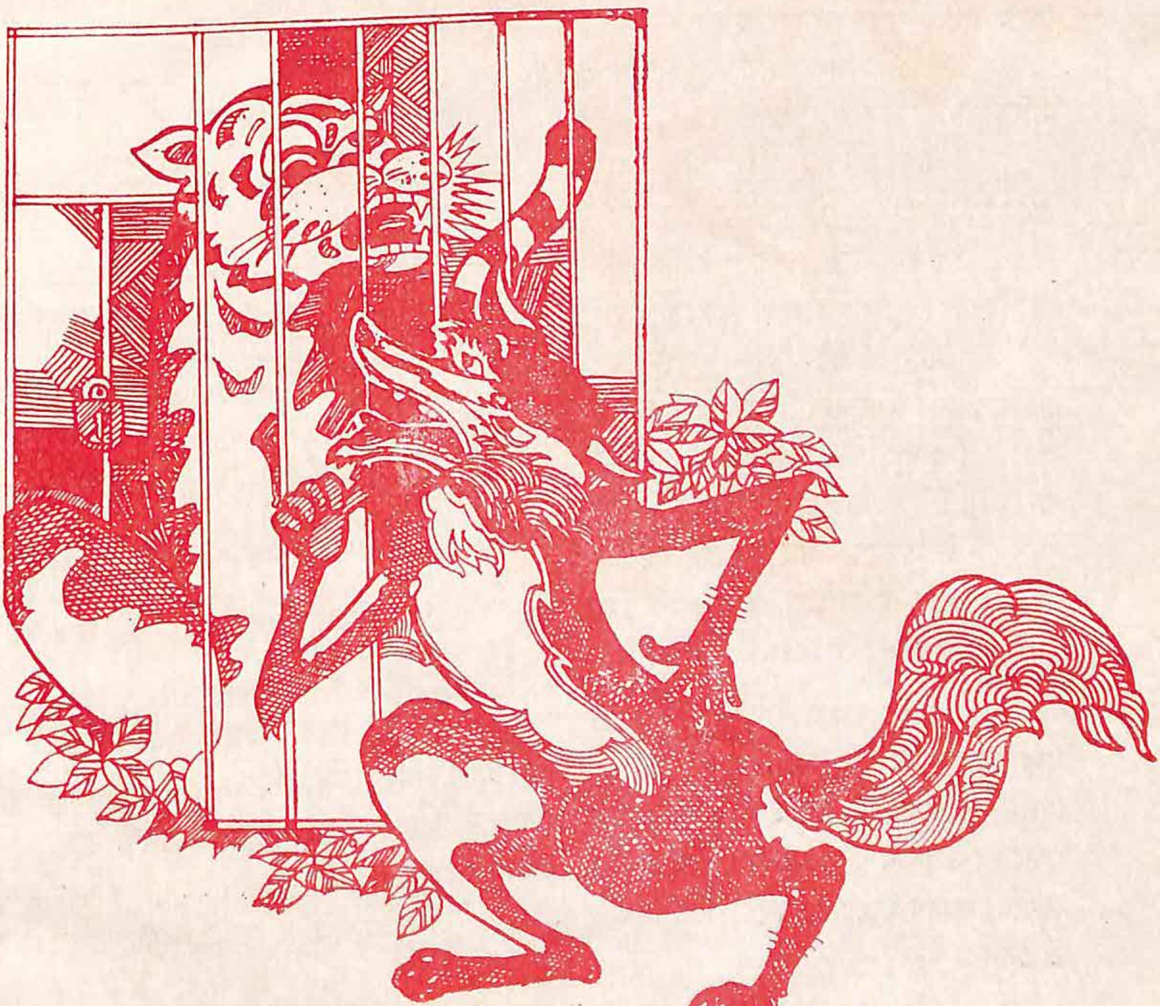
শিয়াল দাঁড়াল, কিন্তু কাছে আসতে রাজী হল না। সে দূরে থেকেই জিগ্‌গেস করল, 'সে কি কথা! আমি কি করে আপনার সাক্ষী হলুম ?'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বল দেখি বাপু, যে ভালো করে তার মন্দ কি কেউ করে ?'

শিয়াল বলল, 'কার কি ভালো কে করেছিল, আর কার মন্দ কে করেছে, শুনলে তবে বলতে পারি।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, আর আমি ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম—'

এই কথা শুনেই শিয়াল বললে, 'এটা বড় শক্ত কথা হল। সেই খাঁচা আর সেই পথ না দেখলে, আমি কিছুই বলতে পারব না!'



কাজেই সকলকে আবার সেই খাঁচার কাছে আসতে হল। শিয়াল অনেকক্ষণ সেই খাঁচার চারধারে পায়চারি করে বললে, 'আচ্ছা, খাঁচা আর পথ, বুঝতে পেরেছি। এখন কি হয়েছে বলুন।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, আর আমি ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম।'

অমনি শিয়াল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'দাঁড়ান, অত তাড়াতাড়ি করবেন না, আগে ঐটুকু বেশ করে বুঝে নিই। কি বললেন? বাঘ আপনার বামুন ছিল আর পথটা খাঁচার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল?'

এই কথা শুনে বাঘ হো-হো করে হেসে বললে, 'দূর গাধা! বাঘ খাঁচার ভিতর ছিল, বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল।'

শিয়াল বললে, 'রোসো দেখি—বামুন খাঁচার ভিতর ছিল, আর বাঘ পথ দিয়ে যাচ্ছিল?'

বাঘ বললে, 'আরে বোকা, তা নয়। বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, আর বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল।'

শিয়াল বললে, 'এ তো ভারি গোলমালের কথা হল দেখছি! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কি বললে? বাঘ বামুনের ভিতরে ছিল, আর খাঁচা পথ দিয়ে যাচ্ছিল?

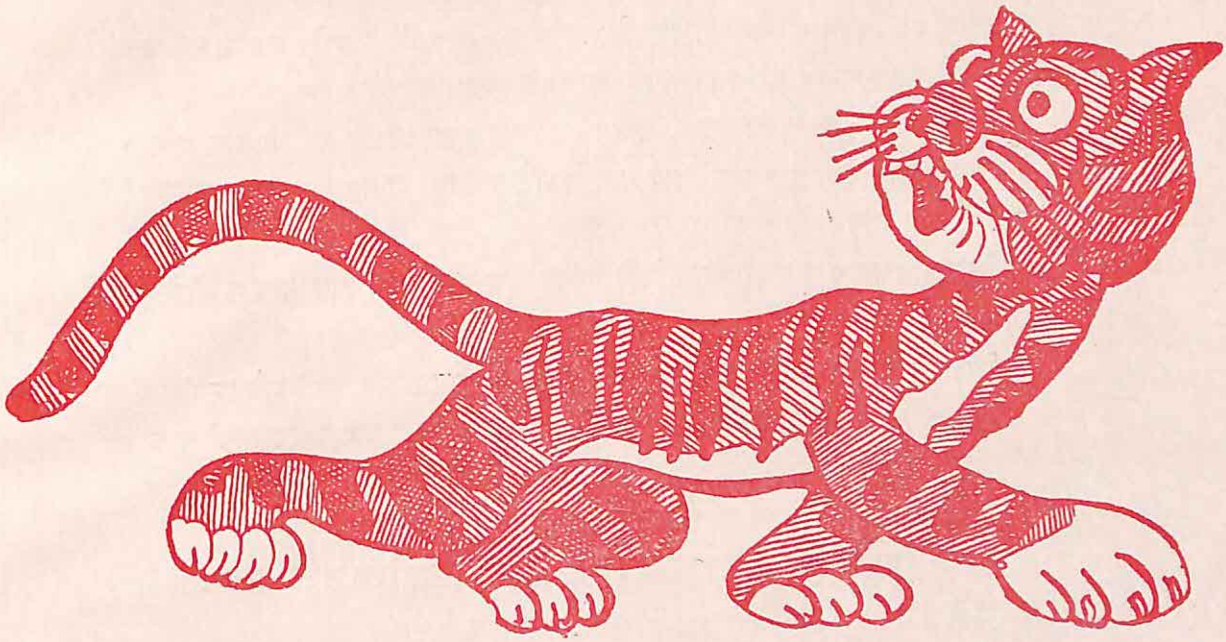
বাঘ বললে, 'এমন বোকা তো আর কোথাও দেখিনি! আরে বাঘ ছিল খাঁচার ভেতরে, আর বামুন যাচ্ছিল পথ দিয়ে।'

তখন শিয়াল মাথা চুলকাতে-চুলকাতে বললে, 'না! অত শক্ত কথা আমি বুঝতে পারব না।'

ততক্ষণে বাঘ রেগে গিয়েছে।

সে শিয়ালকে এক ধমক দিয়ে বললে, 'ও-কথা তোকে বুঝতেই হবে। দেখ, আমি এই খাঁচার ভিতরে ছিলুম—দেখ—এই এমনি করে—'

বলতে বলতে বাঘ খাঁচার ভিতরে গিয়ে ঢুকল, আর শিয়ালও অমনি খাঁচার দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল। তারপর শিয়াল ঠাকুরমশাইকে বললে, 'ঠাকুরমশাই এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমার সাক্ষী যদি শুনতে চান, তবে তা হচ্ছে এই যে, দুষ্ট লোকের উপকার করতে নেই। কাজেই বাঘ মামার জিত্। এখন আপনি শিগ্গির যান, এখনো ফলার ফুরোয় নি! বলে শিয়াল বনে চরতে গেল, আর ঠাকুরমশাই ফলার খেতে গেলেন।



বাঘখেকো শিয়াল ছানা

এক শিয়াল আর এক শিয়ালনী ছিল। তাদের তিনটি ছানা ছিল, কিন্তু থাকবার জায়গা ছিল না।

তারা ভাবলে, 'ছানাগুলোকে এখন কোথায় রাখি ? একটা গর্ত না হলে তো এরা বৃষ্টিতে ভিজে মারা যাবে।' তখন তারা অনেক খুঁজে একটা গর্ত বার করলে, কিন্তু গর্তের চারধারে দেখলে, খালি বাঘের পায়ের দাগ। তা দেখে শিয়ালনী বললে, 'ওগো, এটা যে বাঘের গর্ত ! এর ভিতরে কি করে থাকবে ?'

শিয়াল বললে, 'এত খুঁজেও তো আর গর্ত পাওয়া গেল না। এইখানেই আমাদের থাকতে হবে।'

শিয়ালনী বললে, 'বাঘ যদি আসে তখন কি হবে ?'

শিয়াল বললে, 'তখন তুমি খুব করে ছানাগুলির গায়ে চিমটি কাটবে। তাতে তারা চেঁচাবে, আর আমি জিগ্‌গেস করব—ওরা কাঁদছে কেন ? তখন তুমি বলবে—ওরা বাঘ খেতে চায়।'

তা শুনে শিয়ালনী বললে, বুঝেছি। আচ্ছা, বেশ।' বলেই, সে খুব খুশী হয়ে গর্তের ভিতরে ঢুকল। তখন থেকে তারা সেই গর্তের মধ্যেই থাকে।

এমনি করে দিনকতক যায়, শেষে একদিন তারা দেখলে যে, ঐ বাঘ আসছে। অমনি শিয়ালনী তার ছানাগুলোকে ধরে খুব চিমটি কাটতে লাগল। তখন ছানাগুলি যে চেঁচাল, তা কি বলব!

শিয়াল তখন খুব মোটা আর বিশ্রী গলায় সুর করে জিগ্‌গেস করলে, 'খোকারা কাঁদছে কেন?'

শিয়ালনী তেমনি বিশ্রী সুরে বললে, 'ওরা বাঘ খেতে চায়, তাই কাঁদছে।'

বাঘ তার গর্তের দিকে আসছিল। এর মধ্যে 'ওরা বাঘ খেতে চায়' শুনে সে থমকে দাঁড়াল। সে ভাবলে, 'বাবা! আমার গর্তের ভিতর না জানি ওগুলো কি ঢুকে রয়েছে। নিশ্চয় ভয়ানক রাক্ষস হবে, নইলে কি ওদের খোকারা বাঘ খেতে চায়!'

তখনই শিয়াল বললে, 'আর বাঘ কোথায় পাব? যা ছিল সবই তো ধরে এনে ওদের খাইয়েছি।

তাতে শিয়ালনী বললে, 'তা বললে কি হবে? যেমন করে পার, একটা ধরে আন, নইলে খোকারা কিছুতেই থামছে না।' বলে, সে ছানাগুলোকে আরো বেশি করে চিমটি কাটতে লাগল।

তখন শিয়াল বললে, আচ্ছা, রোস, রোস। ঐ যে একটা বাঘ আসছে। আমার ঝপাংটা দাও, এখুনি ওকে ভতাং করছি।'

ঝপাং বলেও কিচ্ছু নেই, ভতাং বলেও কিচ্ছু নেই—সব শিয়ালের ফাঁকি। বাঘের কিন্তু সেই ঝপাং আর ভতাং শুনেই প্রাণ উড়ে গেল। সে ভাবলে, 'মাগো, এই-বেলা পালাই, না জানি কি দিয়ে কি করবে এসে!' বলে, সে আর সেখানে একটুও দাঁড়াল না। শিয়াল চেয়ে দেখল যে, সে লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে ঝোপ-জঙ্গল ডিঙিয়ে ছুটে পালাচ্ছে! তখন শিয়াল আর শিয়ালনী লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, 'যাক, আপদ কেটে গেছে!'

বাঘ তখনো এমনি ছুটছে যে তেমন আর সে কখনও ছোটেনি।

একটা বানর গাছের উপর থেকে তাকে ছুটতে দেখে ভারি আশ্চর্য হয়ে ভাবলে, 'তাই তো, বাঘ এমনি করে ছুটেছে, এ তো সহজ কথা নয়। নিশ্চয় একটা ভয়ানক কিছু হয়েছে।' এই ভেবে, সে বাঘকে ডেকে জিগ্‌গেস করলে, 'বাঘ ভাই, 'বাঘ ভাই, কি হয়েছে? তুমি যে অমন করে ছুটে পালাচ্ছ?'

বাঘ হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'সাধে কি পালাচ্ছি? নইলে যে এক্ষুণি আমাকে ধরে খেত!'

বানর বললে, 'তোমাকে ধরে খায় এমন কোনো জানোয়ারের কথা তো আমি শুনিনি। ও-কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

বাঘ বললে, 'যদি সেখানে থাকতে বাপু, তবে দেখতুম। দূর থেকে অমনি করে সকলেই বলতে পারে।'



বানর বললে, 'আমি যদি সেখানে থাকতুম, তবে তোমাকে বুঝিয়ে দিতুম যে সেখানে কিছুই নেই। তুমি বোকা, তাই মিছিমিছি অত ভয় পেয়েছ।'

এ-কথায় বাঘের ভারি রাগ হ'ল। সে বললে, 'বটে! আমি বোকা আর তোমার ঢের বুদ্ধি! চল তো একবার সেখানে যাই!

বানর বললে, 'যাব বৈকি, যদি আমাকে পিঠে করে নিয়ে যাও।'

বাঘ বললে, 'তাই সই! আমার পিঠে চড়েই চল।' এই বলে, সে বানরকে পিঠে করে আবার গর্তের দিকে চলল।

শিয়াল আর শিয়ালনী সবে ছানাদের শান্ত করে একটু বসেছে আর অমনি দেখে, বানরকে পিঠে করে বাঘ আবার আসছে! তখন শিয়ালনী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আবার ছানাগুলোকে চিমটি কাটতে লাগল, ছানাগুলিও ভূতের মতো চ্যাঁচাতে শুরু করল।

তখন শিয়াল আবার সেই রকম সুর করে বললে, 'আরে থামো, থামো! অত চেঁচিও না—অসুখ করবে।'

শিয়ালনী বললে, 'আমি বলছি যতক্ষণ না একটা বাঘ এনে এদের খেতে দেবে, ততক্ষণ এরা কিছুতেই থামবে না।'

শিয়াল বললে, 'আমি যে ওদের মামাকে বাঘ আনতে পাঠিয়েছি। এখুনি সে বাঘ নিয়ে আসবে, তোরা থাম।'

তারপর একটু চুপ করেই সে আবার বললে, 'ঐ, ঐ! ঐ যে তোদের বাঁদর মামা একটা বাঘ ধরে এনেছে। আর কাঁদিসনে; শিগগির ঝপাংটা দে, ভতাং করি।'

বানরের এতক্ষণ খুব সাহস ছিল। কিন্তু ঝপাং আর ভতাংয়ের কথা শুনে আর সে বসে থাকতে পারল না। সে এক লাফে একটা গাছে উঠে, দেখতে দেখতে কোথায় পালিয়ে গেল।

আর বাঘের কথা কি আর বলব! সে যে সেইখান থেকে ছুট দিল, দু'দিনের মধ্যে আর দাঁড়ালই না।

তারপর থেকে আর শিয়ালের কোনো কষ্ট হয়নি। তারা মনের সুখে সেই গর্তে থেকে দিন কাটাতে লাগল।

সাক্ষীশেয়াল



একজন সওদাগর একটি ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছিল। যেতে-যেতে তার বড্ড ঘুম পেল। তখন সে ঘোড়াটিকে এক গাছে বেঁধে, সেই গাছের তলায় ঘুমিয়ে রইল।

এমন সময় এক চোর এসে সওদাগরের ঘোড়াটিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সওদাগর ঘোড়ার পায়ের শব্দে জেগে উঠে বললে, 'কি ভাই, তুমি আমার ঘোড়াটিকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?'

চোর তাতে ভারি রাগ করে বললে, 'তোমার ঘোড়া আবার কোনটা ?'

শুনে সওদাগর আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সেকি কথা ! তুমি আমার ঘোড়া নিয়ে চলে যাচ্ছ, আবার বলছ কোন্‌টা আমার ঘোড়া ?'

দুষ্টু চোর তখন মুখভার করে বলল, 'খবরদার ! তুমি আমার ঘোড়াকে তোমার ঘোড়া বলবে না বলছি।'

সওদাগর বললে, 'কি ! আমি আমার ঘর থেকে ঘোড়াটাকে নিয়ে এলুম, আর তুমি বলছ সেটা তোমার ?'

চোর বললে, 'বটে ! এটা তো আমার ঐ গাছের ছানা। এক্ষুণি হ'ল ! তুমি বুঝে শুনে কথা কও, নইলে বড় মুশকিল হবে।'

তখন সওদাগর গিয়ে রাজার কাছে নালিশ করল, 'মহারাজ, আমি গাছে আমার ঘোড়াটি বেঁধে ঘুমুচ্ছিলুম, আর ঐ বেটা এসে তাকে নিয়ে যাচ্ছে।'

চোর হাত জোড় করে বললে, 'দোহাই মহারাজ ! এটি কখনোই ওর ঘোড়া নয়। এটি আমার গাছের ছানা। ছানাটি হতেই আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছিলুম, আর ওই বেটা উঠে বলছে কিনা, ওটা ওর ঘোড়া। সব মিথ্যে কথা।'

তখন রাজামশাই বললেন, 'এ তো ভারি অন্যায়। গাছের ছানা হ'ল, আর তুমি বলছ সেটা তোমার ঘোড়া ! তুমি দেখছি বড় দুষ্টু লোক। পালাও এখান থেকে।' বলে, তিনি ঘোড়াটা চোরকেই দিয়ে দিলেন।

সওদাগর বেচারা তখন মনের দুঃখে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ফিরে চলল। খানিক দূরে গিয়ে এক শিয়ালের সাথে তার দেখা হ'ল।

শিয়াল তাকে কাঁদতে দেখে বললে, 'কি ভাই, তোমার মুখ এমন ভার দেখছি যে ? কি হয়েছে ?'

সওদাগর বললে, 'আরে ভাই, সে-কথা বলে কি হবে ? আমার ঘোড়াটি চোরে নিয়ে গেছে। রাজার কাছে নালিশ করতে গেলুম, সেখানে চোর বললে কিনা ওটা তার গাছের ছানা। রাজামশাই তাই শুনে ঘোড়াটি চোরকেই দিয়ে দিয়েছেন।'

এ-কথা শুনে শিয়াল বললে, 'আচ্ছা, এক কাজ করতে পার ?'

সওদাগর বললে, 'কি কাজ ?'

শিয়াল বললে, 'তুমি আবার রাজামশায়ের কাছে গিয়ে বল, মহারাজ, আমার



একজন সাক্ষী আছে! আপনার বাড়িতে যদি কুকুর না থাকে, তবে সেই সাক্ষীটিকে নিয়ে আসতে পারি।'

তখন সওদাগর আবার রাজার কাছে গিয়ে বললে, 'মহারাজ আমার একজন সাক্ষী আছে, কিন্তু আপনার বাড়ির কুকুরদের ভয়ে সে আসতে পারছে না। অনুগ্রহ করে যদি কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে দেবার হুকুম দেন, তবে আমার সাক্ষীটিকে নিয়ে আসতে পারি।'

তা শুনে রাজামশাই তক্ষুণি সব কুকুরকে তাড়িয়ে দেবার হুকুম দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এখন তোমার সাক্ষী আসুক।'

এসব কথা সওদাগর শিয়ালকে এসে বলতেই, শিয়াল চোখ বুজে টলতে-টলতে রাজার সভায় এল। সেখানে এসেই সে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমুতে লাগল। রাজামশাই তা দেখে হাসতে-হাসতে বললেন, 'কে, শিয়াল পণ্ডিত ? ঘুমুচ্ছ যে ?'

শিয়াল আধ-চোখে মিট-মিট করে তাকিয়ে বললে, 'মহারাজ, কাল সারারাত জেগে মাছ খেয়েছিলুম, আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

রাজা বললে, 'এত মাছ কোথায় পেলে ?

শিয়াল বললে, 'কাল নদীর জলে আগুন লেগে সব মাছ এসে ডাঙায় উঠল। আমরা সকলে মিলে সারারাত খেলুম, খেয়ে কি শেষ করতে পারি!' এ-কথা শুনে রাজামশাই এমনি ভয়ানক হাসলেন যে, আর একটু হলেই তিনি ফেটে যেতেন। শেষে, অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, 'এমন কথা কখনো শুনিনি! জলে আগুন লাগে, এও কি কখনও হয় ? এ-সব পাগলের কথা।'

তখন শিয়াল বললে, 'মহারাজ, ঘোড়া গাছের ছানা হয়, এমন কথাও কি কখনো শুনেছেন ? সে কথা যদি পাগলের কথা না হয়, তবে আমার এই কথাটায় কি দোষ হ'ল ?'



শিয়ালের কথায় রাজামশাই ভারি ভাবনায় পড়লেন।

ভেবে-চিন্তে শেষে তিনি বললেন, 'তাই তো! ঠিক বলেছ! গাছের আবার কি করে ছানা হবে ? সে বেটা তবে নিশ্চয় চোর।'

তখন হুকুম হ'ল, 'আন তো সেই চোর বেটাকে বেঁধে।'

অমনি দশজন পেয়াদা গিয়ে চোরকে বেঁধে আনলে। আনতেই রাজামশাই বললেন, 'মার বেটাকে পঞ্চাশ জুতো।'

বলতে-না-বলতেই পেয়াদারা নাগরা জুতো খুলে চটাস-চটাস করে চোরের পিঠে মারতে লাগল। সে বেটা পঁচিশ জুতো খেয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'গেলুম! আমি ঘোড়া এনে



দিচ্ছি। আর এমন কাজ কখনো করব না।' কিন্তু তার কথা আর তখন কে শোনে! পঞ্চাশ জুতো মারা হলে রাজা বললেন, 'শিগ্‌গির ঘোড়া এনে দে, নইলে আরো পঞ্চাশ জুতো।'

চোর তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ঘোড়া এনে দিল। তারপর তার নিজ হাতে তার নাক-কান মলিয়ে, মাথা চেঁচে, তাতে ঘোল ঢেলে, হতভাগাকে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া হ'ল। সওদাগর তার ঘোড়া পেয়ে শিয়ালকে আশীর্বাদ করতে লাগল।

বুদ্ধুর বাপ



এক ছিলো বুড়ো চাষী, তার নাম ছিল বুদ্ধুর বাপ।

বুদ্ধুর বাপের ক্ষেতে ধান পেকেছে, আর দলে-দলে বাবুই এসে সেই ধান খেয়ে ফেলছে। বুদ্ধুর বাবা ঠকঠকি বানিয়ে তাই দিয়ে বাবুই তাড়াতে যায়। কিন্তু ঠকঠকির শব্দ শুনেও বাবুই পালায় না তখন সে রেগেমেগে বললে, 'বেটারা! এবার যদি ধরতে পারি, তাহলে ইঁড়ি-মিঁড়ি-কিঁড়ি বাঁধন দেখিয়ে দেব!'

ইঁড়ি-মিঁড়ি-কিঁড়ি বাঁধন বলে কোনো-একটা জিনিস নেই। বুদ্ধুর বাপ আর কোনো ভয়ানক গাল খুঁজে না পেয়ে ঐ-কথা বলে। রোজই বাবুই আসে, রোজই বুদ্ধুর বাপ তাদের তাড়াতে না পেরে বলে, ইঁড়ি-মিঁড়ি-কিঁড়ি বাঁধন দেখিয়ে দেব!'

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, একটা মস্ত বাঘ রাত্রে এসে বুদ্ধুর বাপের ক্ষেতের

ভিতর ঘুমিয়ে ছিল, ঘুমের ভিতর কখন সকাল হয়ে গেছে, আর সে-বাঘ সেখান থেকে যেতে পারেনি।

সেদিন বুদ্ধুর বাপ বাবুই তাড়াতে এসে ঠকঠকি নাড়াছে আর বলছে, 'বেটারা! যদি ধরতে পারি তবে ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি বাঁধন দেখিয়ে দেব!'

ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি বাঁধন শুনেই তো বাঘের বেজায় ভাবনা হয়েছে। সে ভাবলে, 'তাই তো! এটা আবার কি নতুন রকমের জিনিস হল? এমন বাঁধনের কথা তো কখনো শুনিনি।' যতই ভাবছে, ততই তার মনে হচ্ছে যে, এটা না দেখলেই নয়। তাই সে আস্তে-আস্তে ধানের ক্ষেতের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, বুদ্ধুর বাবাকে ডেকে বললে, 'ভাই, একটা কথা আছে।'

বাঘ দেখে বুদ্ধুর বাপ যে কী ভয় পেল, তা কি বলব! কিন্তু সে ভারি বুদ্ধিমান লোক ছিল। সে তখুনি সামনে গেল, বাঘ কিছু টের পেল না। বুদ্ধুর বাপ বাঘকে বললে, 'কি কথা ভাই?'

বাঘ বললে, 'ঐ যে তুমি কী বলছ, কিঁড়ি-মিড়ি বাঁধন না কি, সেইটে আমাকে একটি বার দেখাতে হচ্ছে।'

বুদ্ধুর বাপ বললে, 'সে তো ভাই, অমনি দেখানো যায় না! তাতে ঢের জিনিস-পত্র লাগে।'

বাঘ বললে, 'আমি সব জিনিস এনে দিচ্ছি। আমাকে সেটা না দেখালে হবে না।'

বুদ্ধুর বাপ বললে, 'আচ্ছা, তুমি আগে জিনিসপত্র আনো, তারপর আমি দেখাব।'

বাঘ বললে, 'কি জিনিস চাই?'

বুদ্ধুর বাবা বললে, 'একটা খুব বড় আর মজবুত থলে চাই, একগাছি খুব মোটা লম্বা দড়ি চাই, আর একটা মস্ত মুগুর চাই।'

বাঘ বললে, 'শুধু এই চাই? এসব আনতে আর কতক্ষণ?'

সেটা হাটের দিন ছিল। বাঘ গিয়ে হাটের পথের পাশে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রইল। খানিক বাদেই সেই পথ দিয়ে তিনজন খইওয়ালা যাচ্ছে। খইওয়ালাদের থলেগুলি খুব বড় হয়, আর তার এক-একটা ভারি মজবুত থাকে।

বাঘ ঝোপের ভিতর বসে আছে, আর খইওয়ালারা একটু একটু করে তার সামনে

এসেছে। অমনি সে 'হাল্লুম!' বলে, লাফিয়ে এসে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল। খইওয়ালারা তো খই-টই ফেলে, চেঁচিয়ে, কোথায় পালাবে তার ঠিক নেই।

তখন বাঘ তাদের খইসুদ্ধ থলেগুলি এনে বুদ্ধুর বাপকে দিল। তারপর সে গেল দড়ি আনতে।

দড়ির জন্যে তাকে আর বেশি দূর যেতে হল না। মাঠে ঢের গরু খোটায় বাঁধা ছিল, বাঘ তাদের কাছে যেতে তারা দড়ি ছিঁড়ে পালাল। সেই সব দড়ি এনে সে বুদ্ধুর বাপকে দিল। তারপর সে গেল মুগুর আনতে।

পালোয়ানেরা তাদের আড্ডায় মুগুর ভাঁজছে, এমন সময় বাঘ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। বাঘ দেখে 'বাপ রে, মা রে!' বলে তারা ছুট দিল। তখন বাঘ তাদের বড় মুগুরটা মুখে করে এনে বুদ্ধুর বাপকে বললে, 'তোমার জিনিস তো সবই এনেছি, এখন সেটাকে দেখাও।'

বুদ্ধুর বাপ বললে, 'আচ্ছা, তবে তুমি একটিবার ওই থলের ভিতরে এস দেখি।'

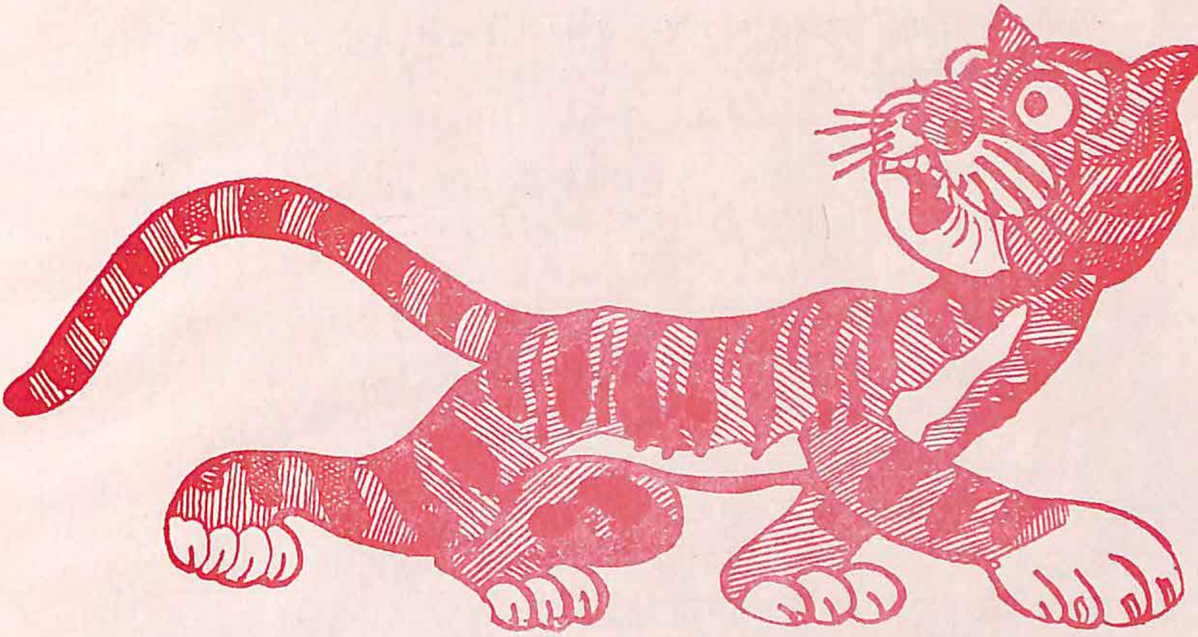
বলতেই বাঘমশায় গিয়ে সেই থলের ভিতর ঢুকেছেন। তখন বুদ্ধুর বাপ তাড়াতাড়ি থলের মুখ বন্ধ করে, তাকে আচ্ছা করে দড়ি দিয়ে জড়াল। একটু নড়বার জো অবধি রাখল না।

তারপর দু'হাতে সেই মুগুর তুলে ধাঁই করে সেই থলের উপর যেই এক ঘা লাগিয়েছে অমনি বাঘ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ও কি করছ?'

বুদ্ধুর বাপ বললে, 'কেন? ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি বাঁধন দেখাচ্ছি। তোমার ভয় হয়েছে নাকি?'

ভয় হয়েছে বললে তো লজ্জার কথা হয়, তাই বাঘ বললে, 'না।'

তখন বুদ্ধুর বাপ সেই মুগুর দিয়ে ধাঁই-ধাঁই করে থলের উপর মারতে লাগল। চ্যাঁচালে পাছে নিন্দে হয়, তাই মার খেয়েও বাঘ অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। কিন্তু চুপ করে আর কতক্ষণ থাকবে? দশ-বারো ঘা খেয়েই সে ঘেঁয়াও-ঘেঁয়াও করে-ভয়ানক চ্যাঁচাতে লাগল। খানিক বাদে চ্যাঁচাতে না পেরে, গোঙাতে আরম্ভ করল। বুদ্ধুর বাপ তবুও ছাড়ছে না, ধাঁই-ধাঁই করে সে খালি মারছেই। শেষে, আর বাঘের সাড়া-শব্দ নেই দেখে সে ভাবলে, মরে গেছে। তখন থলে খুলে, বাঘটাকে ক্ষেতের ধারে ফেলে রেখে, বুদ্ধর বাপ ঘরে এসে বসে রইল।



বাঘ কিন্তু মরেনি। চার-পাঁচ ঘণ্টা মরার মতো পড়ে থেকে, তারপর সে উঠে বসেছে। তখনো তার গায়ে বড্ড বেদনা আর জ্বর খুব। কিন্তু রাগের চোটে সে-সবে সে মন দিল না। সে খালি চোখ ঘোরায় আর দাঁত খিঁচায় আর বলে, বেটা বুদ্ধুর বাপ! পাজি হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া! দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি মজা!

সেই কথা শুনেই তো বুদ্ধুর বাপের মুখ শুকিয়ে গেল। সে তখুনি ঘরে দোর দিয়ে হুড়কো এঁটে বসে রইল। তিন দিন আর ঘর থেকে বেরুল না।

বাঘ সেই তিন দিন বুদ্ধুর বাপের ঘরের চারধারে ঘুরে বেড়াল, আর তাকে গালি দিল। তারপর করেছে কি, দরজার কাছে এসে খুব ভালোমানুষের মতন করে বলছে, 'আমাকে একটু আগুন দেবে দাদা? তামাক খাব!'

বুদ্ধুর বাপ দেখলে, কথাগুলো মানুষের মতো, কিন্তু গলার আওয়াজটা বাঘের মতো। তখন সে ভাবলে, আগুন দেবার আগে একবার ভালো করে দেখে নিতে হবে। এই ভেবে সে যেই দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেছে, অমনি দেখে, সর্বনাশ—বাঘ! তখন

আর কি দরজা খোলে! সে কোঁকাতে-কোঁকাতে বললে, 'ভাই, বড্ড জ্বর হয়েছে দোর খুলতে পারব না। দরজার নীচ দিয়ে তোমার লাঠিগাছটা ঢুকিয়ে দাও, আমি তাতে আগুন বেঁধে দিচ্ছি।'

বাঘ লাঠি কোথায় পাবে? সে তার লেজটা দরজার নীচে দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। অমনি বুদ্ধুর বাপ বঁটি দিয়ে ঘ্যাঁচ করে সেই লেজ কেটে ফেললে।

বাঘ তখন 'ঘেঁয়াও!' বলে বুদ্ধুর বাপের চালার সামনে উঁচু লাফ দিল। তারপর একটুখানি লেজ যা ছিল, তাই গুটিয়ে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে ছুটে পালাল।

তাতেও কিন্তু বদ্ধুর বাপের ভয় গেল না। সে বেশ বুঝতে পারল যে, এর পর সব বাঘ মিলে তাকে মারতে আসবে। সত্যি-সত্যি সে তার পরদিন দেখলে, কুড়ি-পঁচিশটা বাঘ তার ঘরের দিকে আসছে। তখন সে আর কি করবে! ঘরের পিছনে খুব উঁচু একটা তেঁতুল গাছ, তার আগায় গিয়ে বসে রইল।

সেইখানে একটা হাঁড়ি বাঁধা ছিল। বুদ্ধুর বাপ তার পিছনে লুকিয়ে দেখতে লাগল বাঘেরা কি করে।

বাঘেরা এসেই সেই হাঁড়ির আড়ালে বুদ্ধুর বাপকে দেখতে পেয়েছে। তখন তারা তাকে গাল দেয়, ভেঙচায় আর কত রকম ভয় দেখায়। বুদ্ধুর বাপ চুপটি করে হাঁড়ি ধরে বসে আছে, কিচ্ছু বলে না।

তারপর বাঘেরা মিলে বুদ্ধুর বাপকে ধরবার এক ফন্দি ঠিক করলে। তাদের মধ্যে যার খুব বুদ্ধি ছিল সে বললে, আমাদের মধ্যে যে সকলের বড়, সে মাটিতে গুড়ি মেরে বসবে তার চেয়ে যে ছোট, সে তার ঘাড়ে উঠবে। তার চেয়ে যে ছোট, সে আবার তার ঘাড়ে উঠবে। এমনি করে উঁচু হয়ে, আমরা ওই হতভাগাকে ধরে খাব।'

তাদের মধ্যে সকলের বড় ছিল সেই ঠেঙাখেকো লেজকাটা বাঘটা। তার লেজের ঘা তখনো শুকোয়নি বলে সে বসত না, বসতে গেলেই তার বড্ড লাগত। কিন্তু না বসলেও তো চলবে না, যেমন করেই হোক বসতে হবে। এমন সময় একটি গর্ত দেখতে

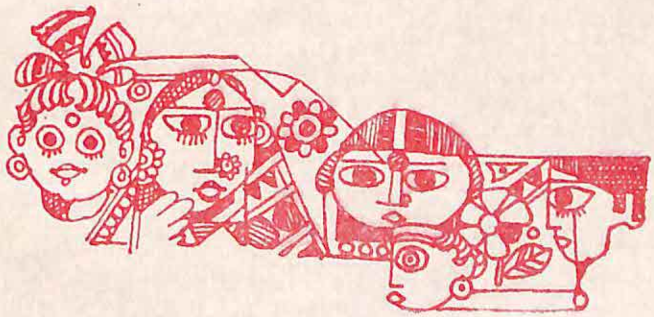
পেয়ে, সে সেই গর্তের ভিতরে লেজটুকু ঢুকিয়ে, কোনমতে বসল। তারপর অন্য বাঘেরা এক-একজন করে তার পিঠে উঠতে লাগল।

এমনি করে, বাঘের পিঠে, বাঘ উঠে, দেখতে-দেখতে তারা প্রায় বুদ্ধুর বাপের সমান উঁচু হয়ে গেল। আর একটু উঁচু হলেই তাকে ধরে ফেলবে।

বুদ্ধুর বাপ বলছে, 'যা হয় হবে, একবার শেষ এক ঘা মেরেই নি!' এই বলে, সে হাঁড়িটি খুলে হাতে নিয়ে বসেছে—সেই হাঁড়ি সকলের উপরকার বাঘটার মাথায় ভাঙবে!

এমন সময় ভারি একটা মজা হয়েছে। যে গর্তে সেই লেজকাটা বাঘটা তার লেজ ঢুকিয়েছিল, সেই গর্তটা ছিল কাঁকড়ার। কাঁকড়া কাটা লেজের গন্ধ পেয়ে, আস্তে-আস্তে এসে তার দুই দাঁড়া দিয়ে তাতে চিমটি লাগিয়েছে। চিমটি খেয়ে বেঁড়ে বাঘ বললে, 'উঃ হুঃ! ঘেঁয়াও! হাল্লুম! আরে উপরেও বুদ্ধুর বাবা, নীচেও বুদ্ধুর বাপ!' বলতে-বলতেই তো সে লাফিয়ে উঠল, আর তার পিঠের বাঘগুলি জড়াজড়ি করে ধুপধাপ শব্দে মাটিতে পড়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে বুদ্ধুর বাপও লেজকাটা বাঘের পিঠে হাঁড়ি আছড়ে ফেলে বললে, 'ধর! ধর! বেঁড়ে বেটার ঘাড়ে ধর!'

এর পর কি আর বাঘের দল সেখানে দাঁড়ায়? তারা লেজ গুটিয়ে কান খাড়া করে, যে যেখান দিয়ে পারল ছুটে পালাল। আর কোনোদিন তারা বুদ্ধুর বাপের বাড়ির কাছেও এল না।



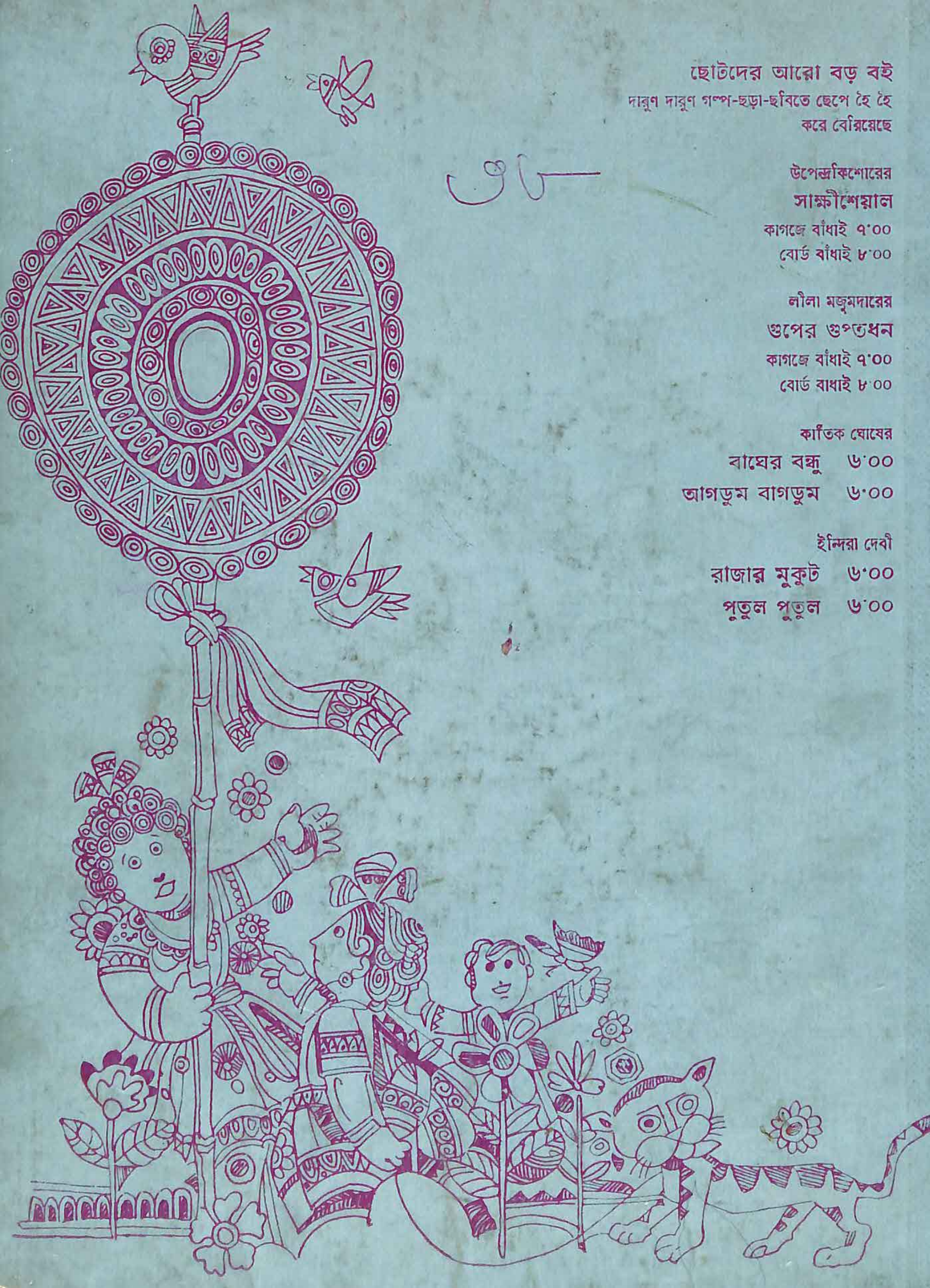
এমনি আরো বই রয়েছে
মজার এবং খুশির,
বই রয়েছে হালুম বাঘের,
মিঁআও মিনি পুষির।



লিখলে চিঠি বই-তালিকা
পৌঁছে যাবে ডাকে।
যার মধ্যে নিত্য নতুন
বইয়ের খবর থাকে॥







ছোটদের আরো বড় বই

দারুণ দারুণ গল্প-ছড়া-ছবিতে ছেপে হৈ হৈ করে বেরিয়েছে

উপেন্দ্রকিশোরের

সাক্ষীশেয়াল

কাগজে বাঁধাই ৭·০০

বোর্ড বাঁধাই ৮·০০

লীলা মজুমদারের

গুপের গুপ্তধন

কাগজে বাঁধাই ৭·০০

বোর্ড বাধাই ৮·০০

কার্তিক ঘোষের

বাঘের বন্ধু ৬·০০

আগডুম বাগডুম ৬·০০

ইন্দিরা দেবী

রাজার মুকুট ৬·০০

পুতুল পুতুল ৬·০০